সমকাল

তারিখ ... 25 MAR 2017 ..
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

কিশোরীদের স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করছে 'লাবণ্য'

■ সাজিদা ইসলাম পারুল, *মিঠাপুকুর থেকে ফিরে*

সরেজমিন

হঠাৎ পেটে ব্যথা। তারপর যোনিপথে রক্তের উপস্থিতি। আকস্মিক এ পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে ১২ বছরের কিশোরী আফরোজা আক্তার। লজ্জায়-ভয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে, মায়ের কাছে মাসিক, মেয়েদের প্রকৃতিগত সমস্যা জানতে পারলেও প্রতি মাসে পিরিয়ড (মাসিক) চলাকালীন স্কুলে যেতে পারে না মুনিরা। এর ফলে অন্যদের থেকে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে মুনিরা। আর ভাংনী উপজেলার আরেক কিশোরী আরিফা জাহান মাসিকের কারণে নিয়মিত স্কুলে না যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় লেখাপড়া। শেষে মা-বাবার চাপে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় তাকে। বর্তমানে আরিফা এক সন্তানের জননী।

আফরোজা, মুনিরা, আরিফার মতো অসংখ্য কিশোরী মাসিক বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে শিক্ষা গ্রহণ থেকে ছিটকে পড়ছে। তবে রংপুর জেলার মিঠাপুকুরে কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন ও সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে উপজেলায় ১৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ করছে 'লাবণ্য' প্রকল্প। এই ন্যাপকিন স্কুলগামী কিশোরীদের মাসিকের সময় স্বাচ্ছন্দ্যে স্কুল যাওয়া ও লেখাপড়া নিশ্চিত করায় সহায়তা করতে। ১৯৯৮ সাল থেকে এ কার্যক্রম পরিচালিত হলেও মাঝখানে ক'বছর এ প্রকল্পের কাজ বন্ধ ছিল। কিশোরী শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষা গ্রহণ থেকে ছিটকে না পড়ে এবং তাদের স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচ্ছন্নতার কথা বিবেচনায় নিয়ে ফের চালু হয়েছে 'লাবণ্য' প্রকল্পের কার্যক্রম। চলতি বছর এ উপজেলার কিশোরী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৮ হাজার ৫০০ ন্যাপকিন বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে বাংলাদেশি সংস্থা 'নিউজ নেটওয়ার্ক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টার প্রেস সার্ভিস' যৌথ আয়োজনে মিঠাপুকুর উপজেলায় পাঁচ দিনের কর্মশালার আয়োজন করে। এ কর্মশালায় ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা অংশ নেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'লাবণ্য' প্রকল্পের কার্যক্রমের কারণে কিশোরীরা ব্যক্তিগত বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হচ্ছে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী মির্জাপুর কাদেরিয়া সিনিয়র হাজী ডিগ্রি মাদ্রাসার কাওছারী আক্তার বানু বলেন, 'মেয়েদের স্বাস্থ্যগত দিক ঠিক থাকলে লেখাপড়ায় আর কোনো বাধা আসবে না। গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৌচাগারের সংখ্যা কম থাকায় বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় শৌচাগার সংকট দূর করতেও উদ্যোগ নিতে হবে।' একই কথা বলল মিঠাপুকুর শুকুরের হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী মোছাম্মৎ মনিরা। সে জানায়, আগে মাসের বিশেষ দিনগুলোতে স্কুল আসতে পারত না। তখন কাপড় ব্যবহার করত। এখন ন্যাপকিন ব্যবহার করায় স্বাচ্ছন্দ্যে স্কুল যেতে পারে।

মিঠাপুকুর উপজেলার সংসদ সদস্য এইচ এন আশিকুর রহমান ১৯৯৮ সালে 'লাবণ্য' প্রকল্প চালু করেন। তিনি বলেন, অজ্ঞানতা ও অসচেতনতার কারণে স্বাস্থ্যগত বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায় না। ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ১

কিশোরীদের স্কুলে যাওয়া

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

অথচ বিষয়টি খুবই জরুরি। সরকার নারীদের ক্ষমতায়নে জোর দিয়েছে। তাই কিশোরীদের সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে 'লাবণ্য' প্রকল্পের মতো কার্যক্রম দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

'লাবণ্য' প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি মিঠাপুকুর উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে দেখা গেছে, কিশোরী স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানোর কারণে এ উপজেলার মিঠাপুকুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নানকর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, বৈরাতী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে মেয়েরা অনেক ভালো অবস্থানে রয়েছে।

'লাবণ্য' প্রকল্পের প্রধান ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান রেহানা আশিকুর রহমান বলেন, মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে তারা পড়াশোনাও ভালো করবে না। আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরবে। তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে শরীর ও মন ভালো থাকবে, লেখাপড়ায়ও ভালো করবে।